সহায়-বন্ধুর হাতবই

খসড়া

৩১.১২.২০০৮

প্রশ্ন:- সহায় কী ?

উঃ- গ্রামীণ এলাকায় এখনো কিছু পরিবার চরম দুঃস্থতার মধ্যে রয়েছেন। সারা বছর ধরে অন্ততঃ একবেলা পেট ভরে খেতে পাবেন এমন নিশ্চয়তাও এই পরিবারগুলির নেই। গ্রামীণ এলাকার এই অতি দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন মানুষগুলির সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম খাবার, পোশাক, বাসস্থান, কাজের উপায় ও অন্যান্য ন্যূনতম পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নেওয়া এই নতুন উদ্যোগের নামই হল **'সহায়'**।

প্রশ্ন:- সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির দরকার হল কেন ?

উঃ- আমাদের রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন দারিদ্র দূরীকরণ ও সামাজিক সহায়তামূলক কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে । তবু দেখা যাচ্ছে যে, নানান কারনে এখনও কিছু অতি দুঃস্থ ও সহায় সম্বলহীন পরিবারের কাছে এই কর্মসূচিগুলির সুফল পৌঁছয়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিবারগুলিও এতটাই দুর্বল ও অসহায় যে পরিষেবা থাকলেও সেগুলির সুফল এরা নিতে পারেন নি। গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা (২০০৫-২০০৬) অনুযায়ী সারা রাজ্যের ৩.৫৮ শতাংশ (৪,৮০,২৫০ টি পরিবার) পরিবারের কাছে এখনো সারাবছর একবেলা খাবারও সুনিশ্চিত নয় । তাই এই পরিবারগুলির সুস্থ ও সক্ষমভাবে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম ব্যবস্থা (খাবার, পোশাক, থাকার জায়গা ও কাজের সুযোগ ইত্যাদি) সুনিশ্চিত করতেই এই বিশেষ এই প্রক্রিয়া তথা কর্মসূচি শুরু হয়েছে ।

প্রশ্ন:- সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির মূল লক্ষ্য কী ?

উঃ- সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির মূল লক্ষ্যগুলি হল:

(ক) গ্রামীণ এলাকার অতি দুঃস্থ ও সহায় সম্বলহীন পরিবারগুলি যাতে বছরের কোনও সময় অভুক্ত না থাকে তা সুনিশ্চিত করা ।

(খ) একই সঙ্গে এই অতি দুঃস্থ বা সহায় সম্বলহীন পরিবারগুলির যথাসম্ভব সুস্থ ও সক্ষমভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম বাসস্থান, পোশাক, তাদের পক্ষে করা সম্ভব এমন রোজগারের উপায়, স্বাস্থ্য-পরিষেবা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা ।

প্রশ্ন:- রাজ্যস্তরে কোন দপ্তর সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্বে আছে ?

উঃ- রাজ্যস্তরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন বিভাগ সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্বে আছে ।

প্রশ্ন:- জেলাস্তরে কোন দপ্তর সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্বে আছে ?

উঃ- জেলাস্তরে জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখাকে **(DRDC)** সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ।

প্রশ্ন: ব্লক স্তরে কারা সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির রূপায়ণে সহায়তা দেবেন ও তদারকি করবেন ?

উ:- ব্লক স্তরে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (BDO) সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সফল রূপায়ণ ও তদারকির জন্য ব্লক জীবিকা উন্নয়ন আধিকারিক (BLDO)/নারী উন্নয়ন আধিকারিক (WDO) বা অন্য কোনও সম্প্রসারণ

আধিকারিককে দায়িত্ব দেবেন । এ ছাড়া ব্লক স্তরের বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তর এবং শিশু ও নারী উন্নয়ন, ত্রাণ ও জনকল্যাণ স্থায়ী সমিতি সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সফল রূপায়ণ ও তদারকিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রশ্ন:- গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্ব কার ?

উঃ- সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির রূপায়ণের মূল দায়িত্বে থাকবে গ্রাম পঞ্চায়েত । গ্রাম পঞ্চায়েত এই প্রক্রিয়া ও কর্মসূচিটি নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজ-কল্যাণ উপ-সমিতির মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সঞ্চালনায় ও সহায়-বন্ধুদের (স্ব-নির্ভর দল) সহায়তায় রূপায়ণ করবে । রাজ্য সরকার, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং রাজ্য, জেলা ও ব্লক স্তরের বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তরগুলি এ ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সহায়তা দেবেন ।

প্রশ্ন:- সহায় এর সঙ্গে অন্যান্য কর্মসূচির পার্থক্য কী ?

উঃ- সহায় কেবলমাত্র একটি কর্মসূচি নয় । এটি সরকারি বরাদ্দে না খেতে পাওয়া পরিবারগুলিকে কিছু দিনের জন্য রান্না-করা খাবার খাইয়ে দেওয়ার প্রকল্পও নয়। আর পাঁচটা গতানুগতিক প্রকল্প রূপায়ণের মানসিকতা দিয়ে এই উদ্যোগকে সফল করা যাবে না । সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি কেবলমাত্র সরকারি সহায়তা নির্ভর নয়। স্থানীয় গ্রামবাসী ও গ্রাম পঞ্চায়েতকে এই উদ্যোগে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে । এই উদ্যোগকে গ্রাম সংসদ ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে রূপায়ণ করতে হবে । সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচিকে একটি ধারাবাহিক সহায়তা দেওয়ার প্রক্রিয়া হিসাবে ভাবতে হবে ।

প্রশ্ন:- সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচিতে সহায়তা পাওয়ার যোগ্য পরিবারগুলিকে (সহায় পরিবার) চিহ্নিত করার প্রথম ধাপটি কী ?

উঃ- ব্লক অফিস গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে (যারা খাদ্য নিরাপত্তা সূচকে ১ এবং অন্য যে কোনো ৬টি সূচকে ১ পেয়েছেন) সহায় পরিবারের প্রাথমিক তালিকা তৈরি করে গ্রাম পঞ্চায়েতে পাঠাবে।

কেবলমাত্র গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা থেকে পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতেই অতি দুঃস্থ পরিবারগুলির প্রাথমিক তালিকা তৈরি হবে । এই প্রাথমিক তালিকায় প্রতিটি গ্রাম সংসদ অনুযায়ী দুঃস্থ ও সহায় সম্বলহীন পরিবারগুলি গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় ১২টি সূচকের প্রতিটির আলাদা আলাদা নম্বর সহ মোট কত নম্বর পেয়েছিলেন তার বিবরণ থাকবে।

পরিবারগুলির প্রকৃত অবস্থা যাচাইয়ের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়-বন্ধুদের এই প্রাথমিক তালিকা দেবেন ।

নীচে এই তালিকাটি কেমন দেখতে হয় তার একটি বাংলা রূপ নমুনা হিসাবে দেওয়া হল:

গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম: ... ...
গ্রাম সংসদের নং: ... ...

নং	গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার পরিচয় নং পরিবারের কর্তা/কর্ত্রীর নাম	পরিবারের সদস্যের সংখ্যা	পি-১	পি-২	পি-৩	পি-৪	পি-৫	পি-৬	পি-৭	পি-৮	পি-৯	পি-১০	পি-১১	পি-১২	মোট নম্বর
১	দীলিপ খাড়া WB-০৫-০১১-০০১-০০১/১৩২৩৪	৮	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১২
২	আঙুর দলুই WB-০৫-০১১-০০১-০০১/১৩২২৩	৪	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১২

প্রশ্ন:- সহায়-বন্ধু বলতে কাদের বুঝব ?

উঃ- যারা দুঃস্থ ও সহায় সম্বলহীন পরিবারগুলির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রেখে, তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে, তাদের যতটা সম্ভব সুস্থ ও সক্ষমভাবে বাঁচার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে এবং পরিবারভিত্তিক পরিকল্পনা রচনা, রূপায়ণ ও তদারকিতে সাহায্য করবেন তাদের 'সহায়-বন্ধু' বলা হবে ।

প্রশ্ন:- সহায়-বন্ধু কে নির্বাচন করবে ?

উঃ- গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও যে সব গ্রাম পঞ্চায়েতে স্বনির্ভর দলের সংঘ আছে সেখানে সেই সংঘের সহায়তায় সহায়বন্ধু নির্বাচন করবে ।

প্রশ্ন:- সহায়-বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি কী কী ?

(১) যে সব গ্রাম পঞ্চায়েতে স্বনির্ভর দলের সংঘ আছে এবং সেই সংঘটি জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখার মূল্যায়ন অনুযায়ী 'এ' শ্রেণীভুক্ত বলে পরিগণিত হয়েছে, সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত স্বনির্ভর দলের এই সংঘের সহায়তায় সহায়-বন্ধু নির্বাচন এবং তাদের মাধ্যমে এই কর্মসূচির সার্বিক রূপায়ণের কাজটি করবেন

(২) গ্রাম সংসদ এলাকায় একের বেশি স্বনির্ভর দল থাকলে, যে স্বনির্ভর দলে বি.পি.এল. তালিকাভুক্ত সদস্য সংখ্যা বেশি, তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে ।

(৩) সহায়বন্ধু হিসাবে স্থানীয় মহিলা স্বনির্ভর দলকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে । বিশেষতঃ যারা গ্রামের মানুষের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য, দলগত ভাবনায় বিশ্বাসী, সদস্যদের অধিকাংশই সক্রিয় এবং বাড়ির বাইরে কাজের জন্য সময় দিতে পারেন ।

(৪) সহায়বন্ধুদের পরিবারগুলির প্রকৃত অবস্থা যাচাই করে, এদের দুঃস্থতার কারন বুঝে, পরিবারগুলি কী কী পরিষেবা পাচ্ছে তা দেখে পরিবারগুলির অবস্থা উন্নয়নের জন্য পরিবারভিত্তিক পরিকল্পনা করতে হবে । তাই এই বিষয়গুলির প্রতিটি ভালোভাবে বোঝার দক্ষতা সহায়বন্ধুদের থাকা দরকার ।

(৫) যে সব স্থানীয় স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে দুঃস্থ বা সহায় সম্বলহীন পরিবারগুলির তথ্য সংগ্রহ ও পরিকল্পনার কাজগুলি করানো হবে, সেই দলগুলিকেই সহায়বন্ধু হিসাবে নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় ।

(৬) যেখানে একই গ্রাম সংসদে বা গ্রামে বা পাশের গ্রামে স্বনির্ভর দল নেই সেখানে স্থানীয় অসরকারি বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন (NGO), ক্লাব বা অন্তত অষ্ঠম মান অবধি পড়েছেন এমন তরুনীকে সহায়বন্ধু হিসাবে নির্বাচিত করা যেতে পারে ।

(৭) কোনো গ্রাম সংসদে দুঃস্থ ও সহায় সম্বলহীন পরিবারের সংখ্যার উপর নির্ভর করে সহায় বন্ধুর সংখ্যা ঠিক করতে হবে । অন্যদিকে স্বনির্ভর দলটির সক্রিয় সদস্য সংখ্যা কত জন সেটিও বিবেচনা করতে হবে ।

প্রশ্ন:- সহায়বন্ধু হিসাবে কারা অগ্রাধিকার পাবে?

উঃ- সহায়বন্ধু হিসাবে স্থানীয় মহিলা স্বনির্ভর দলকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে । বিশেষতঃ যারা গ্রামের মানুষের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য, দলগত ভাবনায় বিশ্বাসী, সদস্যদের অধিকাংশই সক্রিয় এবং বাড়ির বাইরে কাজের জন্য সময় দিতে পারেন ।

প্রশ্ন:- যেখানে স্বনির্ভর দল নেই, সেখানে কী হবে ?

উঃ- যেখানে একই গ্রাম সংসদে বা গ্রামে বা পাশের গ্রামে কোনো ভাবেই স্বনির্ভর দল পাওয়া যাবে না, সেখানে স্থানীয় অসরকারি বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন (NGO) ক্লাব বা অন্তত অষ্ঠম মান অবধি পড়েছেন, এমন তরুনীকে সহায়বন্ধু হিসাবে নির্বাচিত করা যেতে পারে ।

প্রশ্ন- একজন সহায়বন্ধু কয়টি পরিবারের দায়িত্বে থাকবেন?

উঃ- একটি ১০ জনের সক্রিয় স্ব-নির্ভর দল সর্বোচ্চ ৫০টি দুঃস্থ ও সহায়সম্বলহীন পরিবারের সহায়বন্ধু হিসাবে কাজ করতে পারেন । অবশ্য দুঃস্থ ও সহায় সম্বলহীন পরিবারগুলির ভৌগলিক অবস্থান, দুঃস্থতার মাত্রা এই সব বিষয়ের ওপর নির্ভর করেও গ্রাম পঞ্চায়েতকে সহায়বন্ধুর সংখ্যা ঠিক করতে হবে ।

প্রশ্ন:-সহায়-বন্ধুদের প্রশিক্ষণ হবে কী ?

উঃ- সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সফল রূপায়ণের ক্ষেত্রে সহায়-বন্ধুদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সহায় পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে সেই পরিবারগুলির দুঃস্থতার কারণ জানা ও বোঝা, পরিষেবা কিছু পাচ্ছেন কি না ও কী পরিষেবা দেওয়া যেতে পারে তার সুপারিশ করা এবং পারিবারিক পরিকল্পনা তৈরি করা- এই কাজগুলি গভীর ভাবে না বুঝলে সঠিক ভাবে করা যাবে না । গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় ব্যবহার করা সূচকগুলির ব্যাখ্যা ও কীভাবে পরিবারগুলির বর্তমান অবস্থা যাচাই করে নম্বর দিতে হবে সেটিও সহায়-বন্ধুদের খুব ভালো করে বুঝতে হবে । সেই জন্য সহায়-বন্ধুদের নিবিড় প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে । জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখা (DRDC) থেকে এ বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে সহায়-বন্ধুদের নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে ।

প্রশ্ন:-সহায়-বন্ধু হিসাবে স্ব-নির্ভর দলের প্রত্যেক সদস্যের প্রশিক্ষণ হবে কী ?

উঃ- প্রথম পর্যায়ে স্ব-নির্ভর দলের ২ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে । এই ২ জন প্রতিনিধিকে স্ব-নির্ভর দলই নির্বাচন করে পাঠাবে । যারা লিখতে পড়তে পারেন এবং এই কাজটি করতে পারবেন এমন আত্মবিশ্বাস আছে, সেরকম সদস্যদেরই পাঠাতে হবে । প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যদের দিয়ে প্রাথমিক সমীক্ষা ও পরিকল্পনার কাজগুলি করাতে হবে । তবে অন্য সদস্যরাও এদের সাথে থাকতে পারেন ।

প্রশ্ন:- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যে সব সদস্যরা প্রাথমিক সমীক্ষা ও পরিকল্পনার কাজগুলি করবেন তারাই কী শুধু সহায়-বন্ধু হিসাবে পরিচিত হবেন ?

উঃ- না । পুরো স্ব-নির্ভর দলটিই সহায়-বন্ধু হিসাবে পরিচিত হবে । পরিবারগুলির দেখাশোনা করার জন্য মাসিক অর্থ সহায়তা সহায়-বন্ধু হিসাবে স্ব-নির্ভর দলটিকে দেওয়া হবে কোনো এক বা দুজন সদস্যকে নয় ।

প্রশ্ন:- প্রাথমিক তালিকার উপর ভিত্তি করে সহায়-বন্ধুরা কিভাবে প্রকৃত সহায় সম্বলহীন পরিবার চিহ্নিত করবে?

উঃ- ১) সহায়-বন্ধুরা প্রাথমিক তালিকাটি নিয়ে এই তালিকায় থাকা পরিবারগুলিতে গিয়ে গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় পরিবারগুলি যে নম্বর পেয়েছিল আর পরিবারগুলি এখন কত নম্বর পেতে পারে তা তুলনা করে দেখবে। সহায়-বন্ধুরা এই কাজ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির তদারকিতে করবে । **এই কাজে সারণী-১ এর অংশ-১ ব্যবহার করতে হবে ।**

যে সব গ্রাম পঞ্চায়েতে এখনও পর্যন্ত গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করা সম্ভব হয়নি, সেই সব ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিজেকেই এই কাজ সহায়-বন্ধুদের দিয়ে করাতে হবে ।

২) গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় পাওয়া অবস্থার সঙ্গে কোনও পরিবারের প্রকৃত অবস্থা মিলে গেলে (অন্তত পি-৪=১ ও অন্যান্য যে কোনো ৬টি সূচকে ১) সারণী-১ এর অংশ-২ এর ব্যবহার করে পরিবারটি কেন এবং কোন দিক থেকে দুঃস্থ তা পরিবারটির সাথে আলোচনা করে বুঝতে হবে ।

এই সারণীতে দেওয়া ১৫টি অবস্থার যে কোনও একটি ঐ পরিবারটির প্রকৃত অবস্থার সাথে মিলে গেলে তবেই পরিবারটি অতি দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন বা সহায় পরিবার হিসাবে চিহ্নিত হবে । সারণী-১ এর অংশ-২টি পুরোটাই পরিবারগুলির সাথে আলোচনা করে পূরণ করতে হবে তা না হলে পরিবারটির দুঃস্থতার কারণগুলি বোঝা যাবে না ।

প্রশ্ন:- প্রাথমিক তালিকার যাচাইয়ের সময় কোনও পরিবারের প্রকৃত অবস্থা গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় দেখানো অবস্থার চেয়ে ভালো হলে অর্থাৎ যদি পরিবারগুলি প্রকৃতপক্ষে ততটা দুঃস্থ না হলে সহায়-বন্ধু কী করবে ?

উ:-কোনও পরিবারের প্রকৃত অবস্থা যদি গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় দেখানো অবস্থার চেয়ে ভালো হয় (পি-৪=১ ও অন্যান্য যে কোনো ৬টি সূচকে ১, অন্তত এই দুঃস্থতা যদি পরিবারটির না থাকে) তাহলে সেই পরিবারকে সহায় পরিবার হিসাবে মানা যাবে না । এইরকম পরিবারকে তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে এবং এদের তালিকা গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে দিয়ে দিতে হবে । গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে । গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার তথ্য ভান্ডার সংশোধনের জন্য এই পরিবারগুলির তথ্য গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গ্রাম পঞ্চায়েতে পাঠাবে ।

প্রশ্ন: প্রাথমিক অনুসন্ধানের সময় সত্যিকারের সহায়-সম্বলহীন কিন্তু প্রাথমিক তালিকায় নেই এমন পরিবার পাওয়া গেলে, সহায়-বন্ধু কী করবে ?

উ:- দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির প্রাথমিক যাচাইয়ের সময় সত্যিকারের সহায়-সম্বলহীন কিন্তু গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় আসেননি অথবা প্রাথমিক তালিকায় নেই কিন্তু সত্যিকারের সহায়-সম্বলহীন এমন পরিবার পাওয়া যেতে পারে । গ্রাম উন্নয়ন সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্দেশে সহায়-বন্ধুরা এই পরিবারগুলিতে গিয়ে পরিবারগুলির প্রকৃত অবস্থা যাচাই করবে । তালিকার বাইরের এই সব পরিবারগুলির ক্ষেত্রেও আগের মতই সারণী-১ এর অংশ-১ পূরণ করতে হবে । পি-৪=১ ও অন্যান্য যে কোনো ৬টি সূচকে ১ অন্তত এই দুঃস্থতা পাওয়া গেলে সারণী-১ এর অংশ-২ (পরিবারটি কেন ও কোন দিক থেকে দু:স্থ) পূরণ করতে হবে ।

এই সারণী-১ এর অংশ-২ তে দেওয়া ১৫টি অবস্থার যে কোনও একটি ঐ পরিবারটির প্রকৃত অবস্থার সাথে মিলে গেলে তবেই পরিবারটি অতি দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন বা সহায় পরিবার হিসাবে চিহ্নিত হবে।

একই সাথে এই পরিবারগুলির তথ্য অবশ্যই গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার তথ্য ভাণ্ডারে আনার জন্য বা সংশোধনের জন্য গ্রাম উন্নয়ন সমিতি বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের নজরে আনবে । যেখানে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি নেই, সেখানে স্বনির্ভর দলগুলিই সরাসরি বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের নজরে আনতে পারে । গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার তথ্য ভাণ্ডারে অন্তভুক্তি বা সংশোধনের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ব্লক অফিসে এই তথ্য পাঠাবে । ব্লক অফিস এ ব্যাপারে আবার অনুসন্ধান করবে ও গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার তথ্য ভাণ্ডারে অন্তভুক্তি বা সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে ।

প্রশ্ন: সহায় পরিবারগুলির তালিকা চূড়ান্ত হবে কীভাবে ?

উ:- উপরের ধাপগুলি সম্পূর্ন করে সহায়-বন্ধু সহায় পরিবারগুলির তালিকা গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে দেবে । গ্রাম উন্নয়ন সমিতি সহায় পরিবারগুলির তালিকা গ্রাম সংসদের কোনও প্রকাশ্য স্থানে টাঙাবে । ১৫ দিনের মধ্যে জমা পড়া সুপারিশগুলি খতিয়ে দেখে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি দরকারি সংশোধন করে তালিকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে পাঠাবে । গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম সংসদের সভা ডেকে এই তালিকা অনুমোদন করাবে । তালিকা চূড়ান্ত হলে গ্রাম পঞ্চায়েত তা প্রকাশ্য স্থানে টাঙিয়ে দেবে ।

প্রশ্ন:- সহায়তার সম্ভাব্য তালিকার আওতায় কারা আসতে পারেন ?

উঃ- অতি দুঃস্থ বা সহায় সম্বলহীন পরিবার **(উপরে বলা প্রক্রিয়া মেনে ও খাদ্য নিরাপত্তা সূচকে ১ এবং অন্য যে কোনো ৬টি সূচকে ১ পাওয়ার মত দুঃস্থতা আছে এই শর্তে)** যেখানে -

(অ) কর্মক্ষমতা নেই এমন বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা (যাকে দেখার কেউ নেই)
(আ) রোজগার করতে অক্ষম এমন প্রতিবন্ধী মানুষ থাকেন যাকে প্রায়ই অনাহারে থাকতে হয়
(ই) অসুস্থতার কারতে রোজগার করতে পারে না এমন ব্যক্তি থাকেন
(ঈ) পরিবারের প্রধান কোনও বিধবা বা বিবাহ বিচ্ছিন্না বা স্বামী পরিত্যক্তা বা সামাজিক শোষণের শিকার কোনও মহিলা । যদি ওই পরিবারে কোনও উপার্জনকারী সদস্য না থাকে ।
(উ) ভিক্ষা করে বা কুড়িয়ে বাড়িয়ে কোন মতে দিন গুজরান হয় এমন ব্যক্তি বা পরিবার ।
(ঊ) অনাথ শিশু আছে ।
(এ) বিপর্যয়ের শিকার কোনও পরিবার আছে যাদের খাদ্যের সংস্থানের কোনও উপায় নেই ।
(ঐ) পরিবারে উপার্জন করার মত কর্মক্ষম কেউ নেই ।
(ও) বসবাসের কোনও জায়গা নেই এমন ব্যক্তি বা পরিবার (অথবা ঝুপড়ি, রাস্তার ধারে, অন্যের দয়ায় থাকে) যাদের খাদ্যের সংস্থান সুনিশ্চিত নয় ।

প্রশ্ন:- কারা এই সহায়তার আওতায় আসবেন না ?

(ক) গ্রামের অন্য অনেক পরিবারের তুলনায় দরিদ্র শুধুমাত্র এই মাপকাঠিতে বিচার করে সহায়তা দেওয়া যাবে না । যে সব পরিবার নিয়মিত খাদ্যের সংস্থান করতে পারে এবং ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি (পোশাক, মাথা গোঁজার ঠাঁই ইত্যাদি) মেটাতে পারে, তাদের এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা দেওয়া যাবে না ।
(খ) পছন্দমতো কাজ পান না তাই করেন না, তাই নিয়মিত খেতে পান না - এমন ব্যক্তি বা পরিবারকে বাদ দিতে হবে ।
(গ) ভিক্ষাবৃত্তিটা অভ্যাস, কাজ দিলেও করতে চান না এমন ব্যক্তি বা পরিবারকে বাদ দিতে হবে ।

প্রশ্ন:- সহায় পরিবারগুলির তালিকা চূড়ান্ত হলে সহায় পরিবারগুলিকে সহায়তা দেওয়ার জন্য সহায়-বন্ধুর পরবর্তী কাজ কী হবে ?

উ:- এই পরিবারগুলিকে সহায়তা দেওয়ার জন্য সহায়-বন্ধুর পরবর্তী কাজগুলি হল;

১. পরিবারগুলি কী কী পরিষেবা পাচ্ছে তা জানা ও বোঝা এবং কী কী পরিষেবা দেওয়া যেতে পারে সে সম্বন্ধে সুপারিশ করা (সারনী-১ এর অংশ-৩) । এ বিষয়ে সহায়-বন্ধু গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সহায়তা নিতে পারে ।

২. পরিবারগুলির সাথে আলোচনা করে খসড়া পারিবারিক পরিকল্পনা তৈরি করা (সারনী-১ এর অংশ-৪)

প্রশ্ন:- পরিকল্পনা বলতে আমরা কী বুঝি ?

উঃ- মানুষ তথা সমাজের বর্তমান অবস্থা থেকে ভালোর দিকে পরিবর্তনের জন্য যা হওয়া প্রয়োজন ও সম্ভব অথচ এখনো হয়নি, যা সম্পদ আছে তাকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বাস্তবসম্মত ভাবনাচিন্তার কাঠামোগত রূপই হলো পরিকল্পনা ।

প্রশ্ন:- কোন কোন স্তরে পরিকল্পনা হতে পারে ?

উঃ- পরিকল্পনা ব্যক্তি, পরিবার, গ্রাম সংসদ, গ্রাম পঞ্চায়েত এইভাবে বিভিন্ন স্তরে হতে পারে ।

প্রশ্ন:- সহায় পরিবারগুলির জন্য দারিদ্র উপ পরিকল্পনা বলতে কী বুঝবো ?

উঃ- চিহ্নিত সহায় পরিবারগুলি যাতে বছরের কোনও সময় অভুক্ত না থাকে, থাকার মতো বাসস্থান পায়, শীত গ্রীষ্ম বারো মাস পরার মতো জামা কাপড় পায়, এদের পক্ষে করার মতো কাজ পায়; মোটের উপর সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই পরিবারগুলির জন্য পরিবারভিত্তিক বিশেষ পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে । এই পরিবারভিত্তিক পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে গ্রাম সংসদস্তরে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে এই পরিবারগুলিকে সহায়তা দেওয়ার জন্য যে পরিকল্পনা তৈরি হবে তাই হলো দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা ।

প্রশ্ন:- দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা কোন স্তরের পরিকল্পনা ?

উঃ- দারিদ্র উপ পরিকল্পনার একক হল পরিবার অর্থাৎ প্রতিটি সহায় পরিবারের জন্য ঐ পরিবারগুলির সমস্যা ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে আলাদা আলাদা পরিকল্পনা হবে । পরিবারভিত্তিক পরিবারকল্পনাগুলির ভিত্তিতে গ্রাম সংসদস্তরে দারিদ্র উপ পরিকল্পনা তৈরি হবে । সকল গ্রাম সংসদ স্তরের দারিদ্র উপ পরিকল্পনার ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের দারিদ্র উপ পরিকল্পনা তৈরি হবে ।

প্রশ্ন:- দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা রচনার দায়িত্ব কার ?

উঃ- পরিবারগুলির সাথে আলোচনা করে খসড়া পরিবারভিত্তিক পরিকল্পনা করবে সহায় বন্ধুরা এবং এই কাজে সহায়তা ও পরামর্শ দেবে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি । গ্রাম সংসদস্তরে সহায় বন্ধুর সহায়তা নিয়ে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি

গ্রাম সংসদ স্তরের দারিদ্র উপ পরিকল্পনা তৈরি করবে । এরপর সব কয়টি গ্রাম সংসদের গ্রাম সংসদ স্তরের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনার ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের দারিদ্র উপ পরিকল্পনার কাজটি করবে গ্রাম পঞ্চায়েত ।

প্রশ্ন:-সহায়-বন্ধুরা খসড়া পারিবারিক পরিকল্পনা কীভাবে তৈরি করবে ?

সহায়-বন্ধুরা সারণী-১ এর অংশ-২ এবং অংশ-৩ এর উপর ভিত্তি করে সারণী-১ এর অংশ-৪ পূরণ করে খসড়া পারিবারিক পরিকল্পনা তৈরি করবে । এই কাজ সহায়-বন্ধুরা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের পরামর্শ ও সহায়তায় করবে ।

সহায় পরিবারগুলি কেন দুঃস্থ তা বুঝে, কী পরিষেবা পাচ্ছে তা জেনে এবং কী করলে পরিবারগুলির অবস্থার উন্নতি হতে পারে সেটি পরিবারগুলির সাথে আলোচনা করে পরিকল্পনার কাজটি করতে হবে ।

প্রশ্ন:- খসড়া পারিবারিক পরিকল্পনায় কী থাকবে ?

উঃ- পারিবারিক পরিকল্পনায় পরিবারগুলির ন্যূনতম প্রয়োজন যেমন, সারা বছরের জন্য খাবারের সংস্থান, কঠিন অসুখের মোকাবিলা বা উপশম, বিশেষ দু:স্থতার মোকাবিলা বা উপশম, বাসগৃহ বা আশ্রয়ের সমস্যা দূর করার জন্য দুই ধরনের সহায়তা পরিকল্পনায় থাকবে;

১) অর্থ বরাদ্দ করতে হবে এমন সহায়তা (খাবারের সংস্থান, অসুখের মোকাবিলা ইত্যাদি) এবং

২) অর্থ লাগবে না এমন সহায়তা (পরিষেবা নিতে সহায়তা করা যেমন পরিবারের শিশুরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যাচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা ইত্যাদি)

প্রশ্ন:- গ্রাম সংসদ স্তরের জন্য দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা কীভাবে রচনা করা হবে ?

উঃ- সহায় পরিবারগুলির পরিবারভিত্তিক পরিকল্পনাগুলিকে একত্রিত করে ঐ গ্রাম সংসদ এলাকার দুঃস্থ, সহায় সম্বলহীন পরিবারগুলির জন্য একটি সার্বিক দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা তৈরি করা হবে । যে পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে পরিবারগুলির খাবার, বাসগৃহ, জীবিকা, শিশুদের লেখাপড়া, কঠিন অসুখ, জামাকাপড়, বিশেষ দুঃস্থতা, ধারদেনার ভার প্রভৃতি বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে **সারণী ২ অনুযায়ী** গ্রাম সংসদস্তরে দারিদ্র উপ পরিকল্পনা তৈরি করা হবে ।

এই পরিকল্পনা তৈরি হবে পারিবারিক পরিকল্পনা গুলির উপর ভিত্তি করে এবং এর জন্য দরকারি তথ্য আসবে **সারণী-১ থেকে** । দরকার পড়লে স্থানীয়স্তরে আলাদা করে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে যেখানে গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা ভিত্তিক গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রচনার কাজ চলছে সেখানে এই উপ পরিকল্পনাটি গ্রাম সংসদের মূল পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে আসবে ।

প্রশ্ন:- গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের জন্য দারিদ্র উপ পরিকল্পনা কীভাবে রচনা করা হবে ?

উঃ- ঠিক একইভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতায় সবকয়টি গ্রাম সংসদের দারিদ্র উপ পরিকল্পনাগুলিকে এক জায়গায় নিয়ে এসে সহায় সম্বলহীন পরিবারগুলির দুঃস্থতার ধরন অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত একটি সার্বিক দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা রচনা করবে ।

প্রশ্ন:- যে সকল গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন হয়নি সেখানে গ্রাম সংসদ স্তরে দারিদ্র উপ পরিকল্পনা কীভাবে হবে ?

উঃ- যে সকল গ্রাম পঞ্চায়েতে এখনো গ্রাম সংসদস্তরে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয়নি সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যক্ষ পরামর্শ ও সহায়তায় সহায় বন্ধুরা পরিবারভিত্তিক পারিবারিক পরিকল্পনা রচনা করবেন । এর উপর ভিত্তি করে সহায় বন্ধুদের সাথে আলাপ আলোচনা করে গ্রাম সংসদ এলাকার জন্য গ্রাম সংসদস্তরের দারিদ্র উপ পরিকল্পনা রচনা করবে গ্রাম পঞ্চায়েত ।

প্রশ্ন:- সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির জন্য যে দারিদ্র উপপরিকল্পনা রচনা করা হবে তাতে সহায় পরিবারগুলির জন্য কোন কোন ধরনের সহায়তা দেওয়া যেতে পারে ?

উঃ- সহায় পরিবারগুলির জন্য সহায়তাগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ।

(ক) যে সব পরিষেবা বর্তমানে চালু আছে সেগুলি তারা যেন সঠিক সময়ে এবং যথাযথভাবে পায় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ । যেমন- ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বয়স্ক পেনশন প্রকল্পের আওতায় পরিষেবা অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার আওতায় পরিষেবা, ১০০- দিনের কাজ ইত্যাদি ।

(খ) বর্তমানে যে সকল পরিষেবা পরিবারগুলি পাচ্ছে তার বাইরেও যদি প্রয়োজনে নতুন সহায়তা বা পরিষেবার দরকার হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ । যেমন - একেবারেই দুঃস্থ অক্ষম ও চালচুলোহীন পরিবারগুলির যদি খাবারের সংস্থান না থাকে তাহলে তাদের রান্না করা খাবার সরবরাহ করা, চূড়ান্ত প্রয়োজনে জামা-কাপড়, বিশেষ করে শীতবস্ত্রের ব্যবস্থা করা, যাদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব তাদের উপযুক্ত কাজ দিয়ে সহায়তা করা, চূড়ান্ত প্রয়োজনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি । কোন কোন ধরনের সহায়তা দেওয়া যেতে পারে তার একটি নমুনা তালিকা উপস্থাপন করা হল;

প্রত্যাশিত সুফল	*সম্ভাব্য কার্যকরী পদক্ষেপ*
সারা বছরের জন্য খাদ্যের সুনিশ্চয়তা	১) একেবারেই দু:স্থ ও চালচুলোহীন মানুষদের রান্না করা খাবার সরবরাহ করা/মিড-ডে-মিলের সাথে যুক্ত করা
	২) বি.পি.এল.-এর রেশন কার্ডের ইউনিট বাড়ানো
	৩)নতুন বি.পি.এল. রেশন কার্ড দেওয়া
	৪) অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার আওতায় ইউনিট বাড়ানো
	৫)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ
গৃহহীনদের জন্য বাসগৃহ বা আশ্রয় বা জমির ব্যবস্থা	১) যোগ্য পরিবারগুলিকে ইন্দিরা আবাস যোজনার সুবিধা
	২) বাস্তুহীন পরিবারগুলিকে নতুন খাস জমি দেওয়া
	৩) কমিউনিটি শেল্টার বা বহুজনের বসবাসের উপযোগী আশ্রয় নির্মাণ করে দেওয়া
	৪)অন্যান্য কর্মসূচির সহায়তায় বাসস্থান তৈরি করে দেওয়া বা তৈরি করতে সহায়তা দেওয়া
	৫)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ
জীবিকার সংস্থান	১) এন.আর.ই.জি.এস.-এ কাজের ব্যবস্থা
	২) পুষ্টি/জ্বালানির জন্য উদ্যান পালন বা বাগান চাষের জন্য সহায়তা
	৩) কৃষি কাজের জন্য সহায়তা
	৪)মাছ চাষের জন্য সহায়তা
	৫) ছোট পারিবারিক শিল্পের জন্য সহায়তা

প্রত্যাশিত সুফল	*সম্ভাব্য কার্যকরী পদক্ষেপ*
	৬) দুঃস্থ পরিবারগুলির সদস্যদের স্বনির্ভর দলে আনা এবং জীবিকার জন্য সহায়তা
	৭) তপশিলি জাতি/আদিবাসী সংখ্যালঘু পরিবারের ক্ষেত্রে প্রাপ্য বিশেষ সহায়তা
	৮)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ
শিশুদের লেখাপড়া	১)সব স্কুলছুট শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা
	২)অতি দু:স্থ পরিবারের শিশুদের জন্য বই-খাতা-কলম, জামাকাপড় কিনে দেওয়া এবং /অথবা বিশেষ বৃত্তি দেওয়া
	৩)স্কুলছুট শিশুদের জন্য প্রধানত গণ-উদ্যোগে বিশেষ কোচিং-এর ব্যবস্থা করা
	৪)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ
কঠিন অসুখের মোকাবিলা বা উপশম	১)সরকারি হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেওয়া
	২)জীবনদায়ী ওষুধ কিনে দেওয়া
	৩)চূড়ান্ত প্রয়োজনে পথ্যের ব্যবস্থা করে দেওয়া
	৪)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ
সারা বছর জামা-কাপড়ের সুনিশ্চয়তা	১)চূড়ান্ত প্রয়োজনে জামা-কাপড় কিনে দেওয়া
	২)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ
বিশেষ দু:স্থতার মোকাবিলা বা উপশম	১)বার্ধক্য ভাতা, বয়স্কদের জন্য পেনশন, বিধবা ভাতা ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দেওয়া
	২)সরকারি কর্মসূচির সহায়তায় প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা, সহায়ক যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দেওয়া, প্রয়োজনে কিনে দেওয়া
	৩)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ
ধারদেনার লাঘব (বিশেষত মহাজনের কাছে ধারদেনার বাঁধন থেকে)	১)স্বনির্ভর দলের সদস্য হতে এবং যেখানে প্রয়োজন ও সম্ভব, সেক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ব্যবস্থা করে মহাজনের কাছে ধারদেনার বাঁধন থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করা
	২)জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা
	৩)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ
অন্য কোনও প্রত্যাশিত সুফল	১) অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ বা অন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থা

প্রশ্ন:- দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের জন্য তহবিলের উৎস কী কী হতে পারে ?

উঃ- গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব সম্পদের একটি অংশ এই উপ পরিকল্পনার জন্য অবশ্যই ধরা প্রয়োজন । এছাড়া জনসাধারণ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নগদে, জিনিসপত্র দিয়ে বা স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে সহায়তা করতে পারে । রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত যে বিভিন্ন আর্থিক সহায়তাগুলি পেয়ে থাকে যেমন রাজ্য অর্থ কমিশন; দ্বাদশ অর্থ কমিশন; পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল (যেখানে চলছে); গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি (যেখানে চলছে) ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্ত বরাদ্দের একটি অংশও এই দারিদ্র উপ পরিকল্পনা রচনার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে ।

এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির রূপায়ণের জন্য বিশেষ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে ।সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সুষ্ঠু রূপায়ণের উদ্দেশ্যে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট খরচের সবচেয়ে বেশি **৭০%** (সত্তর শতাংশ) পর্যন্ত রাজ্য সরকার বহন করবে। তবে, একই সঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য এই যে, এই কর্মসূচির আওতায় অতি দু:স্থ ও সহায়-সম্বলহীন ব্যক্তিদের অবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে, রাজ্য সরকার প্রদেয় সহায়তার পরিমাণ মাথা পিছু দিন প্রতি সাত টাকার বেশি হবে না। অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট খরচের সর্বোচ্চ **৭০%** (সত্তর শতাংশ) এবং যত সংখ্যক মানুষকে সহায় প্রক্রিয়ায় সহায়তা দেওয়া হল তাদের মাথা পিছু দিন প্রতি ৭ টাকা হিসাবে মোট ব্যয়ের মধ্যে যেটি কম হবে সেই পরিমান টাকা গ্রাম পঞ্চায়েত সরকারি

সহায়তা হিসাবে ফেরৎ পাবেন। মোট ব্যয়ের বাকি অংশ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব সম্পদ এবং পঞ্চায়েত সমিতি/জেলা পরিষদের অনুদান, স্থানীয় মানুষের অবদান ও উপরে বলা অন্যান্য উৎস থেকে বহন করতে হবে।

প্রশ্নঃ- দারিদ্র উপ পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ কে করবে ?

উঃ- গ্রাম সংসদ স্তরের দারিদ্র উপ পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রাম উন্নয়ন সমিতির। গ্রাম উন্নয়ন সমিতি এই কাজগুলি করবে গ্রাম পঞ্চায়েতের সামগ্রিক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে এবং প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে । গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে এই কাজ করতে হবে নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ কার্যকরী সমিতির মাধ্যমে সহায় বন্ধু, অন্যান্য স্বনির্ভর দল এবং ব্যাপকভাবে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সহায়তা নিয়ে। যেখানে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি এখনো পর্যন্ত গঠিত হয়নি সেই সব গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিজেদেরকেই গ্রাম সংসদস্তরের দারিদ্র উপ পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব নিতে হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের দারিদ্র উপ পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতরই । **গ্রাম পঞ্চায়েত নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজ-কল্যাণ উপ-সমিতি-র মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সহায়তায় এই কাজ করবে ।**
এক কথায় বলতে গেলে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সামগ্রিক রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের । গ্রাম পঞ্চায়েত এই কাজ নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপসমিতির মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সহায়তায় রূপায়ণ করবে । পরিকল্পনা রূপায়ণে সহায় বন্ধুদের সক্রিয় ভূমিকা থাকতেই হবে ।

প্রশ্নঃ- সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি রূপায়ণের তদারকি কীভাবে হবে ?

উঃ- সহায় বন্ধু হিসাবে গ্রাম সংসদস্তরে যারা কাজ করবেন তারা নিয়মিতভাবে সহায় পরিবারগুলির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে তদারকি করবেন । এক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানীয় মানুষদেরও সহায়তা নিতে হবে ।

প্রতিটি চিহ্নিত পরিবারকে যে সহায় কার্ড দেওয়া হবে, সেই সহায় কার্ডটি প্রতি মাসে সহায় বন্ধুরা পরিবারটির অবস্থার পরিবর্তন অনুযায়ী হালনাগাদ করবেন । মাসে একবার গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও সহায় বন্ধুদের একসঙ্গে বসে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে হবে ।

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতি মাসের দ্বিতীয় শনিবারের মিটিং-এ স্বনির্ভর দল সংক্রান্ত আলোচনার পাশাপাশি *সহায়*-এর অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনা স্থির করবে ।

গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম উন্নয়ন সমিতির প্রতিনিধিরা নিয়মিত সহায় পরিবারগুলি পরিদর্শন করে পরিষেবাগুলি ওই পরিবারগুলি ঠিকমত পাচ্ছে কিনা এবং পরিবারগুলির অবস্থার উন্নতি হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখবে ।

প্রশ্নঃ- সহায় কার্ড কী ?

উঃ- একটি সহায় পরিবার চিহ্নিত হবার পর ঐ পরিবারটির গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা অনুযায়ী পরিচয় নম্বর গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর, পরিবারের কর্তা / কর্ত্রীর নাম ও ঠিকানা সহ একটি কার্ড তৈরি হবে । এই কার্ডে পরিবারটির মূল সমস্যাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ অবস্থা পরিবর্তন হচ্ছে কি না তা লিখতে হবে । এই সহায় কার্ডটি সহায় বন্ধুরা অবস্থার পরিবর্তন অনুযায়ী তিন মাস অন্তর হালনাগাদ করবেন ।

প্রশ্ন:- সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির তদারকি কেন গুরুত্বপূর্ণ ?

উঃ- নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে সহায় বন্ধু ও সহায় পরিবারগুলির মধ্যে যদি যোগাযোগ না রাখা যায় তবে প্রয়োজনীয় পরিষেবা ও সহায় পরিবারগুলি বর্তমান অবস্থা সহায় বন্ধুর পক্ষে জানা সম্ভব হবে না । সেক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির অগ্রগতি ও পরিবারগুলির সার্বিক পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে প্রয়োজনীয় কার্যকরী ভূমিকা নিতে সহায় বন্ধুরা অসুবিধায় পড়বেন । তাই সরাসরি ও নিয়মিত তদারকি এই কর্মসূচির সফল রূপায়ণে অত্যন্ত প্রয়োজন ।

প্রশ্ন:- গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা কি ?

উঃ- ২০০৫-২০০৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে গ্রামীণ এলাকার প্রতিটি পরিবার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে কেমন অবস্থায় আছেন তা জানার জন্য একটি বিশেষ সমীক্ষা করা হয় - এর নাম গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা । এই সমীক্ষায় ১২টি সূচক (যেগুলিকে প্যারামিটার বলা হয় এবং পি-১, পি-২ ইত্যাদি দিয়ে বোঝানো হয়) ব্যবহার করা হয় ।

প্রশ্ন:- গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় ব্যবহৃত ১২টি সূচক (প্যারামিটার) কী কী ?

উঃ- গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় ব্যবহৃত ১২টি সূচক (প্যারামিটার) হল;

(১) পরিবারের কার্যকরী জমির মোট পরিমাণ (পি-১)
(২) বাসগৃহের প্রকৃতি (পি-২)
(৩) গড়পড়তা পরিচ্ছদের সংখ্যা (পি-৩)
(৪) খাদ্যের নিরাপত্তা (পি-৪)
(৫) পরিবারটিতে কী কী ধরনের ভোগপণ্য ব্যবহার করা হয় (সাইকেল, টিভি, রেডিও, বৈদ্যুতিক পাখা, প্রেশার কুকার) (পি-৫)
(৬) পরিবারের সব থেকে বেশী শিক্ষিতের শিক্ষামান (পি-৬)
(৭) পারিবারিক শ্রমভিত্তিক অবস্থা (পি-৭)
(৮) জীবন ধারনের উপায় (পি-৮)
(৯) ৯-১৪ বছরের সন্তানদের শিক্ষা অবস্থায় (পি-৯)
(১০) ঋণের ধরণ (পি-১০)
(১১) পরিবারের প্রধান উপার্জনকারীর উপার্জনের জন্য গ্রামের বাইরে গমনের কারণ (পি-১১)
(১১) বিশেষ ধরণের দুঃস্থতা (পি-১২)

প্রশ্ন:- গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় প্রতিটি সূচকে কয়টি পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে ?

উঃ-গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় ১২টি সূচকের প্রতিটি সূচকে পাঁচটি পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে (১ থেকে ৫ নম্বর পর্যন্ত) সব থেকে খারাপ পরিস্থিতিতে কোনো পরিবার সব থেকে কম অর্থাৎ ১ ও সব থেকে ভালো পরিস্থিতিতে সর্ব্বোচ্চ ৫ নম্বর পেতে পারে ।

প্রশ্নঃ- গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় কত নম্বর পেলে একটি পরিবার দরিদ্র তালিকার (বি. পি. এল. তালিকার) আওতায় আসবে ?

উঃ- গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় যে সকল পরিবার ৩৩ পর্যন্ত নম্বর পেয়েছে তারা সকলেই (বি. পি. এল. তালিকার) আওতায় আসবে ।

প্রশ্নঃ- সহায় প্রক্রিয়া তথা কর্মসূচিতে গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্যের ভূমিকা কী ?

উঃ-এই প্রক্রিয়া তথা কর্মসূচিতে গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে যে প্রাথমিক তালিকাটি পাওয়া গেল সেটির ভিত্তি করে সহায় পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করার কাজটি শুরু হবে ।

প্রশ্নঃ- সহায় প্রক্রিয়া তথা কর্মসূচি এবং গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা কী সমার্থক ?

উঃ-সহায় প্রক্রিয়া তথা কর্মসূচি এবং গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা মোটেই সমার্থক নয় । গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা থেকে পাওয়া প্রাথমিক তালিকা অতি দুঃস্থ ও সহায় সম্বলহীন পরিবারগুলিকে চিনে নেবার জন্য একটি প্রাথমিক উপায়মাত্র যার সাহায্যে পরিবারগুলির প্রকৃত দুঃস্থতা যাচাই করে সহায় পরিবারের চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত হবে ।

প্রশ্নঃ- সহায়-বন্ধুরা প্রাথমিক তালিকার আওতায় আসা পরিবারগুলিতে গিয়ে পরিবারটির এখনকার অবস্থা ১২টি সূচকের ভিত্তিতে যাচাই করে কীভাবে নম্বর দেবে ?

উঃ- সহায়-বন্ধুরা প্রাথমিক তালিকার আওতায় আসা পরিবারগুলিতে গিয়ে গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় ঐ পরিবারটি বিভিন্ন সূচকে যে নম্বরে পেয়েছে তার সাথে পরিবারটির এখনকার অবস্থা মিলিয়ে দেখবেন। ১২টি সূচকের ভিত্তিতে কীভাবে নম্বর দিতে হবে সেটি নীচে ব্যাখ্যা করা হল;

সূচক	পরিবারটির বিভিন্ন রকমের অবস্থা	এখন যে নম্বর পাওয়া উচিত
পি-১ পরিবারের কার্যকরী জমির মোট পরিমান (নথিভূক্ত বর্গাদার হিসাবে চাষ করা জমির পরিমাণ সহ)	জমি নেই	১ নম্বর পাবে
	১ একরের কম সেচ সেবিত জমি অথবা ২ একরের কম অ-সেচ সেবিত জমি	২ নম্বর পাবে
	১ একর থেকে ২ একর সেচ সেবিত জমি অথবা ২ একর থেকে ৪ একর অ-সেচ সেবিত জমি	৩ নম্বর পাবে
	২ থেকে ৪ একর সেচ সেবিত জমি অথবা ৩ থেকে ৬ একর অ-সেচ সেবিত জমি	৪ নম্বর পাবে
	৩ একরের বেশি সেচ সেবিত জমি অথবা ৬ একরের বেশি অ-সেচ সেবিত জমি	৫ নম্বর পাবে
পি-২ বাসগৃহের প্রকৃতি	নিজস্ব কোন বাস্তু নেই, অন্যের আশ্রয়ে বা অনুমতি ছাড়া থাকেন	১ নম্বর পাবে
	একটিমাত্র বাসযোগ্য ঘর সহ কাঁচা বাড়ী	২ নম্বর পাবে
	দুই বা তার বেশি বাস-যাগ্য ঘর সহ কাঁচা বাড়ী/ অন্যান্য	৩ নম্বর পাবে

	বাড়ী	
	আংশিক পাকা	৪ নম্বর পাবে
	পাকা	৫ নম্বর পাবে
পি-৩ **গড়পড়তা পরিচ্ছদের সংখ্যা (প্রতি সদস্য পিছু সংখ্যা)**	২-এর কম	১ নম্বর পাবে
	২ থেকে ৪, কিন্তু কোন শীতবস্ত্র নেই	২ নম্বর পাবে
	২ থেকে ৪, কিন্তু কোন শীতবস্ত্র সহ	৩ নম্বর পাবে
	৪ বা তার বেশি শীতবস্ত্র সহ কিন্তু ৬-এর কম	৪ নম্বর পাবে
	৬-এর বেশি	৫ নম্বর পাবে
পি-৪ **খাদ্যের নিরাপত্তা**	বছরের অধিকাংশ সময়ে দিনে একবারের কম পেট ভরে খেতে পান	১ নম্বর পাবে
	সাধারণত দিনে একবার পেট ভরে খেতে পান কিন্তু কখনো তাও পান না	২ নম্বর পাবে
	দিনে দু'বার পেট ভরে খেতে পান কিন্তু বছরের কোন কোন সময়ে তাও পান না	৩ নম্বর পাবে
	সারা বছর দিনে দুবার অন্তত পেট ভরে খেতে পান	৪ নম্বর পাবে
	খেতে পাওয়ার কোন সমস্যা নেই	৫ নম্বর পাবে
পি-৫ **ভোগ্য পণ্যের মালিকানা : পরিবারের কি আছে? - সাইকেল, রেডিও, টিভি, বৈদ্যুতিক পাখা, প্রেসার কুকার**	কিছু নেই	১ নম্বর পাবে
	যে কোন একটি	২ নম্বর পাবে
	যে কোনও দুটি	৩ নম্বর পাবে
	যে কোনও তিনটি	৪ নম্বর পাবে
	সব কটি পণ্য অথবা নীচের যে কোনো একটি জিনিসের মালিকানা-	৫ নম্বর পাবে
	• কম্পিউটার • টেলিফোন • ফ্রিজ • রঙিন টিভি • রান্নার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম • দামী আসবাবপত্র • হালকা মোটর গাড়ি বা বানিজ্যিক বাহন • ট্রাক্টর, দুই বা তিন চাকার যান্ত্রিক যান • পাওয়ার টিলার • পেষাই মেসিন • রান্নার গ্যাসের সংযোগ	
	নিরক্ষর	১ নম্বর পাবে

পি-৬ **শিক্ষার মান (পরিবারের সর্বাধিক শিক্ষিত ব্যক্তির)**	নিরক্ষর	১ নম্বর পাবে
	প্রাইমারীস্তর পর্যন্ত (পঞ্চম শ্রেণী)	২ নম্বর পাবে
	দশম শ্রেণী পর্যন্ত	৩ নম্বর পাবে
	স্নাতকস্তর পর্যন্ত/ পেশাভিত্তিক ডিপ্লোমা	৪ নম্বর পাবে
	স্নাতকোত্তর/ পেশাগত ডিগ্রী	৫ নম্বর পাবে
পি-৭ **পারিবারিক শ্রমভিত্তিক অবস্থান**	সদস্যরা সবাই অক্ষম/বৃদ্ধ ব্যক্তি বা শিশু, পরিশ্রম করে কোন নিয়মিত উপার্জন করার কেউ নেই	১ নম্বর পাবে
	মহিলা ও শিশু শ্রমিক	২ নম্বর পাবে
	শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা শ্রমিক, কোন শিশু শ্রমিক নেই	৩ নম্বর পাবে
	শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ শ্রমিক	৪ নম্বর পাবে
	অন্যান্য	৫ নম্বর পাবে
পি-৮ **জীবনধারণের উপায়**	দিন মজুর/ কৃষি শ্রমিক/ অন্যান্য শ্রমিক যাঁরা কায়িক পরিশ্রম করেন	১ নম্বর পাবে
	কৃষি এবং নিজেরা মাঠে কাজ করেন	২ নম্বর পাবে
	স্বনিয়োজিত গ্রামীণ কারুশিল্পী (আর্টিসান)/ হকার, যারা অন্য কাউকে নিয়োগ করেন না	৩ নম্বর পাবে
	অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়মিত মজুরীভিত্তিক চাকরী	৪ নম্বর পাবে
	অন্যান্য, যথা সংগঠিত ক্ষেত্রে চাকরী, ডাক্তার, উকিল, নিজস্ব ব্যবসা, উৎপাদন সংস্থা	৫ নম্বর পাবে
পি-৯ **৯-১৪ বছরের সন্তানদের শিক্ষার অবস্থান**	কোনোদিন স্কুলে যায় না	১ নম্বর পাবে
	স্কুলছুট এবং বাড়ির বাইরে অন্যদের জন্য কাজ করে	২ নম্বর পাবে
	স্কুলছুট এবং বাড়ির কাজ করে	৩ নম্বর পাবে
	স্কুলছুট এবং কোন বিশেষ কাজে যুক্ত নয়	৪ নম্বর পাবে
	কেউ স্কুলছুট নয়	৫ নম্বর পাবে
পি-১০ **ঋণের ধরন**	প্রতিদিনের প্রয়োজন ভিত্তিক পরিচিত ব্যক্তির কাছে নেওয়া ঋণ	১ নম্বর পাবে
	উৎপাদন ভিত্তিক প্রয়োজনে পরিচিত ব্যক্তির কাছে নেওয়া ঋণ	২ নম্বর পাবে
	অন্য কোন কারণে কোন সংস্থা থেকে নেওয়া ঋণ	৩ নম্বর পাবে
	শুধুমাত্র কোন অনুমোদিত সংস্থা থেকে নেওয়া ঋণ	৪ নম্বর পাবে
	কোন ঋণ নেই	৫ নম্বর পাবে
পি-১১ **পরিবারের প্রধান উপার্জনকারীর উপার্জনের জন্য গ্রামের বাইরে গমনের**	অস্থায়ী কাজ	১ নম্বর পাবে
	মরসুমী কাজ	২ নম্বর পাবে
	জীবনধারণের অন্য কোন উপায়	৩ নম্বর পাবে
	উপার্জন ছাড়া অন্যান্য কারণ	৪ নম্বর পাবে

কারণ	উপার্জনের জন্য বাইরে যেতে হয় না	৫ নম্বর পাবে
পি- ১২ **বিশেষ ধরনের দুঃস্থতা**	কোন সামাজিক বা সরকারী সাহায্য পান না এরকম স্থায়ীভাবে প্রতিবন্ধী	১ নম্বর পাবে
	সহায়তাহীন বৃদ্ধ	২ নম্বর পাবে
	পরিবারের প্রধান মহিলা	৩ নম্বর পাবে
	পরিবারের কোন একজন সদস্য দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় পারিবারিক আয়ের থেকে বেশি	৪ নম্বর পাবে
	কোনটিই নয়	৫ নম্বর পাবে

২৮) প্রশ্নঃ- এক নজরে সহায়বন্ধুর কাজগুলি কী কী ?

উঃ- প্রথমত- গ্রাম উন্নয়ন সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছ থেকে গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা থেকে পাওয়া দরিদ্রদের প্রাথমিক তালিকা সংগ্রহ করা ।

দ্বিতীয়ত- প্রাথমিক তালিকার আওতায় আসা পরিবারগুলিতে যাওয়া এবং গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় ঐ পরিবারটি বিভিন্ন সূচকে যে নম্বরে পেয়েছে তার সাথে পরিবারটির এখনকার অবস্থা মিলিয়ে দেখা । ১২টি সূচকের ভিত্তিতে কীভাবে নম্বর দিতে হবে সেটি নীচে ব্যাখ্যা করা হল;

তৃতীয়ত- প্রকৃত দুঃস্থ পরিবারগুলির দুঃস্থতার কারণগুলি অনুসন্ধান করা এবং সেগুলিকে বিশ্লেষণ করা ।

চতুর্থত- ঐ পরিবারগুলি বর্তমানে কী কী পরিষেবা পায় এবং, কী পরিষেবা দেওয়া যেতে পারে সেই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা ।

পঞ্চমত- ঐ পরিবারগুলির অবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সমস্যা সমাধানের জন্য একটি পরিবার ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি করা ।

ষষ্ঠত- গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে গ্রাম সংসদ স্তরের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা রচনায় সহায়তা করা ।

সপ্তমত- পরিবার ভিত্তিক পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণ ও তদারকিতে সহায়তা করা । যেমন এই পরিবারগুলির জন্য কোনও স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জীবিকা ইত্যাদি সংক্রান্ত কোনও পরিষেবার ব্যবস্থা করলে পরিবারগুলিকে ওই পরিষেবা নিতে সাহায্য করা, রেশন ব্যবস্থার আওতায় তাদের প্রাপ্য পরিষেবাগুলি যাতে তারা নিতে পারে তার জন্য সহায়তা দেওয়া, পরিবারের শিশুরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যাচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা, যক্ষ্মা রোগীরা বিনামূল্যে ওষুধ পাচ্ছেন কিনা বা পেলে খাচ্ছেন কিনা তা দেখা ইত্যাদি ।

যদি কোনো বড় পরিকল্পনা (যেমন কিছু সহায় পরিবারের জন্য অন্তত একবেলা খাবার তৈরি ও সরবরাহ করা) রূপায়ণের দায়িত্ব সহায়-বন্ধুকে দেওয়া হয় তাহলে সেক্ষেত্রে চুক্তির ভিত্তিতে ও উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তা করতে হবে । প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেকটি পরিবারে নির্দিষ্ট সময় অন্তর যাওয়া । তিনমাস অন্তর চিহ্নিত পরিবারগুলির অবস্থা কতটা উন্নতি হয়েছে তা বোঝানোর জন্য সহায় কার্ড হালনাগাদ করা । মাসে অন্তত একবার গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে এই উদ্যোগের অগ্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা করা ।

প্রশ্ন:- সহায় পরিবারগুলির দেখাশোনার জন্য সহায়-বন্ধুরা কী পাবেন ?

উঃ- সহায়বন্ধুরা মানবিকতার তাগিদে এবং তাদের এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই কাজে যুক্ত হবেন - অর্থের বিনিময়ে নয় । কিন্তু এই কাজ করার জন্য তাদের নিজের থেকে খরচ করতে হবে না । সহায় পরিবারগুলির দেখাশোনার জন্য সহায় বন্ধুদের সহায় পরিবার পিছু মাসিক ৫ টাকা করে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে দেওয়া হবে । রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতকে এই সহায়তা দেওয়া হবে।